প্রশ্ন- ৬ ঃ ইবনে সামছ ৬নং- এ আরোও দাবী করেছে- *"আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করা শিরক। নবী করীম (দঃ) গায়েব জানতেন- এরূপ ধারনা পোষণকারী কাফির- কোন পীর অলী তো দূরের কথা"*। এখন প্রশ্ন হচ্ছে- সে কোন্ খুটার জোরে এমন কথা বলছে- জানাবেন কি?

ফতোয়া ঃ অবশ্যই জানাবো। তার উক্তির ধরনে বুঝা যাচ্ছে যে, সে একজন নিরেট মূর্খ। সে তার গুরুজনদের কাছে শুনে এ ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ব উক্তি করতে সাহসী হয়েছে। নবীজীর খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েব এমন একটি বিষয়- যার উপর শত শত কিতাব লিখা হয়েছে। কাজী আয়ায (রহঃ) তাঁর "কিতাবুশ শিফা" গ্রন্থে বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে নবীজীর ইলমে গায়েব প্রমাণ করেছেন। জমীনের গায়েবী জিনিস, আসমানের গায়েবী জিনিস, বেহেস্ত দোজখের গায়েবী জিনিস, অন্তরের গোপন খেয়াল- ইত্যাদি বিষয়ে নবীজীর খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েব কোরআন সুন্নাহ্ ও ইজমা কিয়াসের দ্বারা সু প্রমাণিত।

প্রমান স্বরূপ ঃ (ক) হযরত আব্বাস (রাঃ) অনিচ্ছা সত্বেও কোরায়েশদের সাথে বদরের যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য হন। তিনি উক্ত যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে ধৃত হয়ে মদিনায় নীত হন। তাঁর মুক্তির ব্যাপারে নবীজী বিশ উকিয়া মুক্তিপন ধার্য করেন। তাঁর সাথে তাঁর বংশের আরো তিনজনের মুক্তিপন ধার্য্য করেন ষাইট উকিয়া। (এক উকিয়া ৫০০ টাকার সমান)। সর্বমোট আশি উকিয়া বা চল্লিশ হাজার টাকা একা হযরত আব্বাসের উপর ধার্য করায় তিনি আপত্তি জানিয়ে বলেন- যেখানে আমার নিজের মুক্তিপন আদায় করার সাধ্য নেই- সেখানে আরো তিনজনের মুক্তিপন কোথা থেকে দেবো? তদুত্তরে নবীজী বললেন- "আপনি আসার সময় রাত্রের অন্ধকারে আমার চাচী উম্মুল ফযলের নিকট যে আশি উকিয়া রেখে এসেছিলেন- আমি তাই ধার্য করেছি- এর বেশী নয়"। এই গায়েবী সংবাদ শুনে হযরত আব্বাস (রাঃ) তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন। (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া)

(খ) আল্লাহ্ পাক কোরআন মজিদে এরশাদ করেন-

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ –

অর্থাৎ– "হে রাসুল! আপনার রব আপনাকে আপনার অজানা সব কিছু শিক্ষা দিয়েছেন"। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সাভী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন- – اَلْاَحْكَامِ وَالْغَيْبِ مِنَ অর্থাৎ– "শরিয়তের যাবতীয় বিধি বিধান এবং যাবতীয় বিষয়ের ইল্‌মে গায়েব শিক্ষা দিয়েছেন"। নবীজীর খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েবের বিষয়ে এরূপ হাজারো প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং, চোখ থেকে যে অন্ধ সাজে- তাকে পথ দেখানো খুবই কঠিন ব্যাপার। আল্লাহ্ হেদায়াত নসীব করুন। ইল্‌মে গায়েবের এত অকাট্য দলীলকে যে অস্বীকার করে সে-ই কাফের- অন্য কেউ নয়। অলী-আল্লাহ্‌গণও কাশ্‌ফের মাধ্যমে অনেক গায়েব বলতে পারেন। এর অসংখ্য নযির রয়েছে। ইবনে সামছের দেওবন্দী মুরুব্বিরাও কাশ্‌ফ দাবী করেছে।

www.sunnibarta.com